বিপিএটিসি স্কুল এন্ড কলেজ

সাভার, ঢাকা।

নোটিশ/২০২০

তারিখঃ ১৯/১১/২০২০

গত ১৮/১১/২০২০ তারিখ একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বেতন গ্রহণের বিষয়টি সুস্পষ্ট করা হয়েছে (ওয়েব সাইটে প্রদত্ত)। তারই প্রেক্ষিতে সম্মানিত অভিভাবকবৃন্দকে আগামী ৩০ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখের মধ্যে বকেয়া বেতন পরিশোধের জন্য অনুরোধ করা হল। চলতি মাসের বেতন যথারীতি পরিশোধ করে বকেয়া ৩০ ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ধাপে ধাপে (নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যে কোন সময়ে এবং যে কোন পরিমাণ অর্থ) পরিশোধ করা যাবে। উল্লেখ্য কোন প্রকার জরিমানা ধার্য হবে না। করোনা কালীন বিপর্যয়ে কারও আর্থিক সমস্যা সৃষ্টি হয়ে থাকলে নিম্ন স্বাক্ষরকারীর নিকট আবেদন করার জন্য অনুরোধ করা হল। গভর্নিং বডির অনুমোদন সাপেক্ষে তা বিবেচিত হবে। কেন্দ্রে অবস্থানরত পোষ্য শিক্ষার্থীবৃন্দের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য নিরাপত্তা বজায় রেখে অফিসে এসে বেতন প্রদান করার সুযোগ রয়েছে। ইতিপূর্বে অনলাইন ক্লাসে বেতন প্রদানের প্রস্তুতির জন্য বিষয়টি অবহিত করা হয়েছিল।

অনলাইনে বেতন প্রদানের নিয়মঃ

প্রথমে www.bpatcsc.org প্রবেশ করে Online Payment অপশনে ক্লিক করতে হবে। তারপর শিক্ষার্থীর ID Number এবং Password (ইমেইলে দেওয়া আছে) দিয়ে লগইন করে বেতন প্রদান করতে হবে।

১৯.১১.2020
অধ্যক্ষ
বিপিএটিসি স্কুল এন্ড কলেজ
সাভার, ঢাকা।

মোঃ নাসিম ফারুক
অধ্যক্ষ
বিপিএটিসি স্কুল এন্ড কলেজ
সাভার, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
বাংলাদেশ, ঢাকা
www.dshe.gov.bd

স্মারক নম্বর: ওএম/৯১-সম/২০০৮-২৪৮

তারিখ: ৩ অগ্রহায়ণ ১৪২৭ / ১৮ নভেম্বর ২০২০ খ্রি.

বিজ্ঞপ্তি

কোভিড-১৯ এর কারণে গত ১৮.০৩.২০২০ খ্রি. থেকে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ আছে। তবে এরই মধ্যে "সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশনে" প্রচারিত ক্লাসের পাশাপাশি বেশিরভাগ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কার্যকরভাবে অনলাইন ক্লাসের ব্যবস্থা করলেও, কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তা ভালোভাবে করতে পারেনি। একইভাবে বেশির ভাগ শিক্ষার্থী এসব অনলাইন ক্লাসে অংশগ্রহণ করতে পেরেছে, কিছু শিক্ষার্থী পারেনি। যাই হোক, সার্বিক বিবেচনায় আমাদের শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো হঠাৎ করে উদ্ভুত এই পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিয়ে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন অব্যাহত রাখার যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবীদার।

তবে শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি নিয়ে কিছু কিছু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অভিভাবকদের মতদ্বৈততা পরিলক্ষিত হচ্ছে। কিছু অভিভাবক বলছেন একদিকে স্কুল বন্ধ ছিল আর অন্যদিকে এই করোনা পীড়িত সময়ে তারা আর্থিক ক্ষতির সম্মুখিন হয়েছেন, অতএব তাদের পক্ষে টিউশন ফি প্রদান করা সম্ভব নয়। অন্যদিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বলছে তারা শিক্ষার্থীদের শিক্ষাজীবন অব্যাহত রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে; উপরন্তু, প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকলেও শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন ও স্কুল রক্ষণাবেক্ষণ খাতে প্রতি মাসে তাদের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতেই হয়।

এমতাবস্থায়, আমাদেরকে যেমন অভিভাবকদের অসুবিধার কথা ভাবতে হবে অন্যদিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো যেন বন্ধ বা অকার্যকর হয়ে না যায় কিংবা বেতন না পেয়ে শিক্ষক-কর্মচারীদের জীবন যেন চরম সংকটে পতিত না হয় সেটাও খেয়াল রাখতে হবে।

পূর্বাপর বিষয়গুলো বিবেচনা করে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতাধীন বেসরকারি মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ (এম.পি.ও.ভুক্ত ও এম.পি.ও বিহীন) শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে টিউশন ফি গ্রহণ করবে কিন্তু এ্যাসাইনমেন্ট, টিফিন, পুন:ভর্তি, গ্রন্থাগার, বিজ্ঞানাগার, ম্যাগাজিন ও উন্নয়ন বাবদ কোনো ফি গ্রহণ করবে না বা করা হলে তা ফেরত দেবে অথবা তা টিউশন ফি'র সঙ্গে সমন্বয় করবে। এছাড়াও অন্য কোনো ফি যদি অব্যয়িত থাকে তা একইভাবে ফেরত দেবে বা টিউশন ফি'র সঙ্গে সমন্বয় করবে। তবে যদি কোন অভিভাবক চরম আর্থিক সংকটে পতিত হন, তাহলে তার সন্তানের টিউশন ফি'র বিষয়টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ বিশেষ বিবেচনায় নেবেন। এখানে উল্লেখ্য, কোনো শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন যেন কোনো কারণে ব্যাহত না হয় সে বিষয়টি সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলকে যত্নশীল হতে হবে।

উল্লেখ্য, ২০২১ সালের শুরুতে যদি কোভিড-১৯ পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হয় তাহলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে এমন কোনো ফি— যেমন টিফিন, পুন:ভর্তি, গ্রন্থাগার, বিজ্ঞানাগার, ম্যাগাজিন, উন্নয়ন— গ্রহণ করবে না যা ঐ নির্দিষ্ট খাতে শিক্ষার্থীদের জন্য ব্যয় করতে পারবে না। তবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে পুনরায় পূর্বের ন্যায় সকল ধরণের যৌক্তিক ফি গ্রহণ করা যাবে।

১৮.১১.২০২০

প্রফেসর ড. সৈয়দ মো. গোলাম ফারুক
মহাপরিচালক